দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 3/6/80 ...
পৃষ্ঠা ... 3 ... কলাম 6 ...

০৯৩

সংসদে প্রধানমন্ত্রী

প্রাইমারী শিক্ষকরা সরকারী কর্মচারী হিসেবেই থাকবেন

(স্টাফ রিপোর্টার)

প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান সোমবার জাতীয় সংসদে বলেছেন যে প্রাইমারী স্কুল নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বভার ইউনিয়ন পরিষদের কাছে ন্যস্ত করার ব্যাপারে এখনো কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি।

তিনি আরো বলেন যে প্রাইমারী স্কুলকে বেসরকারীকরণের ব্যাপারেও সরকারের কোন পরিকল্পনা নেই। প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকরা সরকারী কর্মচারী হিসেবে আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। সরকার থেকেই ব্যাংকের মাধ্যমে তাঁদেরকে বেতন প্রদান করা হবে।

প্রাইমারী স্কুলসমূহের দায়িত্বভার স্থানীয় সংস্থার উপর ন্যস্ত করার সরকারী সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত একটি খবরের ব্যাপারে আনীত মুলতবী প্রস্তাবের উপর আলোচনাকালে প্রধানমন্ত্রী একথা বলেন।

মুলতবী প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন মুসলিম লীগের জনাব আলমাস হোসেন। মুলতবী প্রস্তাবটি আলোচনায় পর্যবসিত হয়।

উত্থাপক জনাব আলমাস হোসেন ছাড়াও মুলতবী প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন নির্দলীয় সদস্য ডঃ এম ও গনি, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ (ন্যাপ) আইডিএল-এর হাজী শফিকউল্লাহ, মুসলিম লীগের জনাব আবদুস সাত্তার খান চৌধুরী ও গণফ্রন্টের জনাব এ এম এম সোলায়মান প্রমুখ।

সরকারদলীয় সদস্য মওলানা আব্দুল মান্নান, জনাব সিদ্দিকুর রহমান, জনাব জিল্লুর রহমান মিয়া মনসুর আলী প্রমুখ মুলতবী প্রস্তাবের বিরোধীতা করে বক্তব্য রাখেন।

শিক্ষামন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান মুলতবী প্রস্তাবের সমর্থকদের বিভিন্ন অভিযোগ ও সমালোচনার জবাবদান প্রসঙ্গে বলেন যে একটি ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে এ মুলতবী প্রস্তাব আনা হয়েছে। অথচ এর কোন ভিত্তি নেই।

তিনি জানান যে দেশের প্রাথমিক শিক্ষানীতির রূপরেখা দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, প্রাইমারী স্কুল সম্পর্কে যা যা করা হবে তা এ সংসদে আইন পাস করেই করা হবে।

তিনি বলেন, সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। এ জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাইমারী এডুকেশনের জন্য একটি পৃথক পরিদফতর স্থাপন করা হবে। প্রত্যেক ইউনিয়নে স্থানীয় সরকারের নির্ধারিত প্রতিনিধি ছাড়াও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের বিশিষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিয়ে একটি ম্যানেজিং কমিটি গঠন করা হবে। এ কমিটি প্রাথমিক

(শেষ পৃঃ ৫ এর কঃ দ্রঃ)

প্রধানমন্ত্রী

(প্রথম পৃঃ পর)

স্কুলের ব্যাপারে তদারক করবে। শিক্ষকেরা নিয়মিত স্কুলে আসেন কিনা এবং সুষ্ঠুভাবে লেখাপড়া হয় কিনা, এ কমিটি কেবল তা-ই সুপারভাইজ করবে। শিক্ষকদের বেতন সরকারই দেবেন। এছাড়া, মহকুমা পর্যায়ে দলমত নির্বিশেষে সকল দলের সংসদ সদস্যদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হবে প্রাইমারী এডুকেশনের ব্যাপারে। এ কমিটি শিক্ষক নিয়োগ ও এ জন্য প্যানেল তৈরি করবেন। থানা পর্যায়ে নির্বাচিত থানা উন্নয়ন পরিষদের সদস্যদের নিয়ে প্রাইমারী এডুকেশন সংক্রান্ত একটি কমিটি থাকবে। এতে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে দুর্নীতি দূর হবে। তিনি বলেন, এই সংসদের মাধ্যমে আইন করেই এসব ব্যবস্থা কার্যকর করা হবে। আইন না করে কোন কিছু করা হবে না।

তিনি আরো বলেন যে, আগামী ১৯৮৫ সনের মধ্যে দেশে সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হবে। প্রত্যেক গ্রামে একটি করে প্রাইমারী স্কুল স্থাপন করা হবে। বিনামূল্যে বই সরবরাহ করা হবে। আলোচ্য সময়ের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতাও দূর করা হবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের কর্মসূচী এরই মধ্যে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে শুরু হয়ে গেছে।

প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে কিছু কিছু বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণও দেয়া হবে। ধর্মীয় শিক্ষারও ব্যবস্থা থাকবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের পর ডেপুটি স্পীকার সংসদের অধিবেশন আজ মঙ্গলবার বিকেল ৩টা পর্যন্ত মুলতবী ঘোষণা করেন।